তাবলীগ : ১৭

ইজতিমা ময়দানে সংঘাত

সাথীদের উদ্দেশে কিছু কথা

রচনা

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৮ ঈ.
রবিউস সানি ১৪৪০ হি.

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
: ০১৯ ২৪ ০৭ ৬৩ ৬৫

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা ০১৭ ১৫ ০২ ৩১ ১৮

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা : ০১৯ ৭৫ ০২ ৩১ ১৮

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৬০ [ষাট] টাকা মাত্র

অর্পণ

ডা. শাহাবুদ্দিন সাহেব...

টঙ্গি টিনশেড শবগুজারি পয়েন্টের যিম্মাদার।

পহেলা ডিসেম্বরে এই বয়োবৃদ্ধ মুরুব্বির ওপরও নেমে এসেছিল অকথ্য নির্যাতন।...

এরপরও তিনি তাদের ক্ষমা করে হিদায়াতের দুআ করেন।...

—আ. আ. ফারুক

অনুবাদকের আর্জি

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি হাফিযাহুল্লাহ। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার উসতায। মাযাহিরে উলুম সাহারানপুর, উত্তরপ্রদেশের কৃতি সন্তান। আল্লাহ তাঁকে নেক হায়াত দান করুন।

১.

মাওলানা সাদ সাহেবের ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি কিছু দরদি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ ও ভারতের হাজার হাজার তাবলীগি সাথী ও উলামায়ে কেরাম সেই বইগুলো পড়ে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ফেতনা 'সাদিজম' সম্পর্কে সচেতন হওয়ার তাওফিক লাভ করেছেন। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

২.

গতকাল একাধিক সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এই বইগুলোর কারণে নদওয়াতুল উলামার এক ইলমবেচা শিক্ষক তাঁকে কদিন আগে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নদওয়ার ক্যাম্পাসের ভেতরে লাঞ্ছিত করেছে।

সংবাদটি শুনে যদিও কষ্ট পেয়েছি; কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুগের আবু জাহেলদের হাতে ওয়ারিসে নবিদের এ ধরনের অপমান ও নির্যাতন নতুন কিছু নয়। মজলুম মানবতার যেই প্রলম্বিত মিছিল শুরু হয়েছিল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের হাত ধরে, যুগে যুগে সেই মিছিল শুধু দীর্ঘই হয়েছে। বিশ্বইজতিমা ময়দানে পহেলা ডিসেম্বরে উলামা-তৃলাবাদের ওপর বর্বরোচিত নিগ্রহ সে মিছিলেরই ধারাবাহিক সংযোজন। মহান আল্লাহই জালেমদের উপযুক্ত বিচার করবেন, ইনশাআল্লাহ।

৩.

বাংলাদেশ থেকে দু' হাজার মাইল দূরে, নদওয়াতুল উলামার এক কোণে বসেও মাওলানা যায়দ মাযাহেরি সাহেব বাংলাদেশের সংকটের কথা ভুলে যাননি।

পহেলা ডিসেম্বরের বিশ্বইজতিমা ময়দানে সাদপন্থীদের নারকীয় তাণ্ডব তাঁকে সীমাহীন পীড়িত করেছে। যার কারণে, একটানা দু'দিন-দু' রাত পরিশ্রম করে তিনি একটি লেখা দাঁড় করিয়েছেন। ৬ ডিসেম্বর লেখা তৈরি করে তিনি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তিনি অনুরোধ করেছেন, যত দ্রুত সম্ভব বইটির বাংলা অনুবাদ করে বাংলাভাষী তাবলীগি ভাই ও উলামায়ে কেরামের খেদমতে যেন উপস্থাপন করা হয়।

বইটিতে তিনি তাবলীগের দু' গ্রুপের মাঝে সংকটের কারণ, উলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা, হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রহ. এর দৃষ্টিতে আলেমদের সম্মান, একজন মুসলমানের জীবন ও সম্মানের মর্যাদা, বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা, এক্ষেত্রে সমাজের দায়িত্বশীলদের ভূমিকা, চলমান সংকট নিরসনের জন্যে কিছু সুপারিশ ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ ইত্যকার শিরোনামে অনেকগুলো মূল্যবান কথা বলেছেন।

আমরা চেষ্টা করেছি, সহজবোধ্য বাংলায় বইটির অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আবদুল্লাহ আল ফারুক

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

একটি দুঃখজনক সংবাদ

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম (হোয়াটসঅ্যাপ) ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে, বাংলাদেশে একটি দ্বীনি জামাতের দু' গ্রুপের পরস্পরে সাংঘাতিক সংঘর্ষ হয়েছে। একদল পরিকল্পিত চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করে অন্যদলের ওপর লাঠি-সোঠা ও ডান্ডা নিয়ে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে, আক্রমণের শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। কারো হাত ভেঙে গেছে। কারো পা ভেঙে গেছে। কারো পুরো শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। আক্রমণের শিকার হয়ে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এরপরও তাদের ওপর আক্রমণ বন্ধ হয়নি। অজ্ঞান অবস্থাতেও তাদেরকে লাঠিপেটা করা হয়েছে। যার ফলে তাবলীগের সাথী নিহত হওয়ার সংবাদও পাওয়া গেছে। শত শত মানুষকে রক্তাক্ত শরীরে অজ্ঞান অবস্থায় ভবনের কোণে, ও বাথরুমে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। কারো কারো অবস্থা এতটাই নাজুক যে, তারা জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ছটফট করছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বীনদার মহলে সম্ভবত এর আগে এ ধরনের দুর্ঘটনা কখনই ঘটেনি। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা দেখে সারা বিশ্ব আঁতকে উঠেছে। গোটা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মানবতা ডুকরে কাঁদছে। সবার মাঝে আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে।

আফসোসের বিষয় হলো, এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার মাঝে জালেম ও মজলুম, প্রহারকারী ও প্রহৃত— সবাই একই জামাতের সদস্য। সবাই দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে জড়িত। সবার মুখেই দাড়ি আছে। সবার মাথায় টুপি শোভা পাচ্ছে। সবার পরনে কোর্তা-পাজামা আছে। যাঁদের ওপর পশুসুলভ বর্বরোচিত অত্যাচার করা হয়েছে, তাঁরা হলেন সেই সম্মানিত মহল, যাঁদেরকে আমরা উলামা ও ফুযালা বলে জানি। যাঁরা নিঃসন্দেহে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওয়ারিস। যাঁরা নববি ইলমের ধারক-বাহক। হায় আফসোস! সেই নববি ইলমের ধারক-বাহকদের সঙ্গে, রাসূলের ওয়ারিস উলামা ও তুলাবার সঙ্গে এমন লাঞ্ছনাকর, অপমানজনক, বর্বরোচিত ও পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে যে, সেই দৃশ্যগুলো কল্পনা করলেও শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। কোনো সভ্য-ভদ্র মানুষের পক্ষে সেই দৃশ্যগুলো দেখা সম্ভব নয়।

দু' দলের মাঝে বিবাদ দেখা দিলে ঐক্য গড়ে তোলার নির্দেশ

দু' পক্ষের মাঝে কে জালিম আর কে মজলুম? কে হকপন্থী আর কে বাতিল? কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ? কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা তার ফয়সালা করবেন। দু' দলের পরস্পরে যখন ঝগড়া, মতানৈক্য, সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তখন কে জালেম আর কে মজলুম, সেদিকে না তাকিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দু'দল ঈমানদারের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে অন্যদের করণীয় হলো, তাদের মধ্যকার বিভেদ দূরভিত করে পরস্পরে সন্ধি, ঐক্য ও মিলমিশের চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে ইরশাদ করেছেন—

"وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا" (الحجرات : ٩)

'যদি মুমিনদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।' [সূরা হুজুরাত : ৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জালেম ও মজলুম, উভয় দলের সঙ্গে সহমর্মিতা, উভয়ের কল্যাণকামিতা ও উভয়কে ইসলামসম্মত সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেন—

"**انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا.... الخ**" (رواه البخاری والترمذی ، جمع الفوائد جدیث ، حدیث : ٦٤٢٤)

'জালেম ও মজলুম, দু' ভাইকেই সহায়তা কোরো।'

মজলুমকে কীভাবে সহায়তা করতে হয়, তা সবাই জানেন। আর জালেমকে সহায়তার পদ্ধতি হলো, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এটাই তার প্রতি সহমর্মিতা ও তার কল্যাণকামিতার পরিচয়। জালেমের সহায়তার ইসলামি পদ্ধতি হলো, জুলুমের কারণে জালেমের দ্বীনি ও দুনিয়াবি কি কি ক্ষতি হতে পারে, সেগুলো থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা। জালিম যেই অপরাধমূলক কাজ করেছে, তার থেকে নিষ্কৃতি ও পরিত্রাণের পথ তাকে বাতলে দেওয়া। জুলুম ও অত্যাচারের যবনিকা টেনে পরস্পরের মাঝে সন্ধি সৃষ্টি করা। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশই প্রদান করেছেন। এই দ্বীনি চেতনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই বর্তমান নাজুক মুহূর্তে আমার বাংলাদেশি ভাইদের খেদমতে দু' কথা নিবেদন করছি। কথাগুলো যদি সঠিক, যথাযথ ও উপকারী হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল ও অনুপকারী প্রমাণিত হয় তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

"**كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ**" (ترمذی، حدیث : ٢٤٩٩)

হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তো প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বোত্তম অপরাধী হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজের অপরাধ ও দোষের কথা অনুভব করে আল্লাহ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে।

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস উলামা ও তালেবুল ইলমদের ওপর এ ধরনের বর্বরোচিত অত্যাচার মারাত্মক অপরাধ। বিশেষত আক্রমণ করে তাদের শরীর রক্তাক্ত করা, তাদের মাথায় আঘাত করা চরম গর্হিত গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন,

"**إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ**" (رواه ابو داؤد ، مشکوة شریف ، ص : ٣١٦، باب التعزیر)

'কোনো প্রয়োজনে যদি প্রহার করতে হয় তখনও চেহারায় প্রহার করা যাবে না।' [আবু দাউদ, মিশকাত শরিফ, পৃষ্ঠা : ৩১৬]

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তু-জানোয়ারের মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন—

"**نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِيْ الْوَجْهِ.**" (ابن حبان باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه حديث : ٢١١٦، مسلم شريف ، ص : ٢٠٢، جلد : ٢)

'রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণীর মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন এবং মুখে দাগ আঁকতেও নিষেধ করেছেন।' [মুসলিম শরিফ, পৃষ্ঠা : ২০২, খণ্ড : ২]

এ হাদিস থেকে বুঝুন, যদি পশুদের মুখে আঘাত করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম প্রাণী মানুষের পবিত্র চেহারা ও মুখে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা আল্লাহ তাআলার আদালতে কত বড় নিকৃষ্ট গুনাহ!

আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অন্যতম মূলনীতি

এ ধরনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি ও আমাদের তাবলীগি মুরুব্বিদের নির্দেশনার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কেননা আমাদের তাবলীগি মারকাযগুলোতে এবং আমাদের বড় বড় ইজতিমাগুলোতে সাধারণ বয়ানে মুরুব্বি ও আকাবিরদের পক্ষ থেকে বারবার এই হিদায়াতি কথা বলা হয়েছে যে,

> ‘উলামায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা করা নিজের অবধারিত দায়িত্ব মনে করবেন। তাদের খিদমত করাকে নিজের সৌভাগ্য জ্ঞান করবেন। তাঁদের যিয়ারত করা ও মুহাব্বত জড়ানো দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকানোকে ইবাদত মনে করবেন। উলামা ও মাশায়েখে দ্বীনের অপমান, অশ্রদ্ধা ও তাঁদের সঙ্গো ঔদ্ধত্ব করলে আপনাদের সন্তান, আপনাদের বংশধর ও আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হবে। তখন আপনাদের পরিবারে কোনো হাফিয, কারি ও আলিমে দ্বীন সৃষ্টি হবে না।’

আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে
মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর কিছু নির্দেশ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. ইরশাদ করেন—

১.

'আমাদের তাবলীগের তরিকায় মুসলমানকে ইজ্জত করা ও উলামায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা করা বুনিয়াদি বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানকে তার ইসলামের কারণে ইজ্জত করতে হবে। এবং আলেমদেরকে ইলমে দ্বীনের কারণে অগাধ শ্রদ্ধা করতে হবে'। [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মালফুজাত। পৃষ্ঠা : ৫৭। বাণী নম্বর : ৫৪]

২.

হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রহ. বলেন—

'রাসূলের নায়েব (উলামায়ে কেরামের সঙ্গো) যদি কেউ বিশেষ সম্পর্ক না রাখে তাহলে কেমনযেন সে রিসালাত স্বীকার করল না। (কাজেই উলামায়ে কেরামের সঙ্গো সম্পর্ক রাখা জরুরি)। যে ব্যক্তি সম্পর্ক রাখবে না সে শয়তানের থাবার শিকার হবে।' [ইরশাদাত ওয়া মাকতুবাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.। পৃষ্ঠা : ৮৭]

৩.

হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. জনৈক আলেমকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন—

'সম্মানিত জনাবের মতো মুখলিস বুযুর্গের অসন্তুষ্টি আমার নিজের জন্যে চরম পরিতাপ ও অকৃতকার্যতার বিষয়। এমন বিষয় কল্পনা করাটাও আমার নিজের জন্যে সীমাহীন গুনাহ। আপনার পক্ষ থেকে অধম পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর বা অশোভন বিষয় পৌঁছেনি। কীভাবেওবা আসবে? আপনার মতো আলেমকে ভালোবাসা আমাদের ওপর ফরয। আপনার প্রাপ্য অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা, আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা এবং আপনার সঙ্গো সম্পর্ক রাখা আমার নিজের জন্যে নাজাতের কারণ'। [ইরশাদাত ওয়া মাকতুবাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.। পৃষ্ঠা : ১১৯]

৪.

হযরত মাওলানা ইলয়াস বলেন—

'একজন সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারে অকারণে কুধারণা পোষণ করা যেখানে ধ্বংসের কারণ, সেখানে উলামায়ে কেরামের ওপর আপত্তি তোলা খুবই মারাত্মক বিষয়।' [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মালফুজাত। পৃষ্ঠা : ৫৬। বাণী নম্বর : ৫৪]

৫.

হযরত মাওলানা ইলয়াস বলেন—

'যাঁদের মাধ্যম হয়ে দ্বীনের নিআমত আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাদের কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি না জানানো ও তাদেরকে ভালোবাসা না দেওয়া নিজের জন্যে বঞ্চনা। مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ

الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ওপর দয়াকারী লোকদের শুকরিয়া আদায় করল না, সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করল না। কাজেই নিজের ওপর দয়াকারীদের শুকরিয়া আদায় করা ব্যতিরেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয় না।' [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মালফুজাত। পৃষ্ঠা : ১২৩। বাণী নম্বর : ১৪৮]

৬.

হযরত মাওলানা ইলয়াস বলেন—

'নিজের বড়দের থেকে (অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম থেকে) শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্বীন গ্রহণ কোরো। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন তখনই হবে, যখন তাঁদেরকে নিজের ওপর বড় দয়াকারী মনে করবে এবং তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা পুরোপুরি করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তার ওপর দয়াকারী লোকদের শুকরিয়া আদায় করল না, সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করল না" বলে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।' [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মালফুজাত। পৃষ্ঠা : ১১৯। বাণী নম্বর : ১৪২]

৭.

হযরত মাওলানা ইলয়াস বলেন—

'মুসলমানদের মাঝে তিনটি শ্রেণি রয়েছে—১. পশ্চাদপদ শ্রেণি (অর্থাৎ দরিদ্রজন)। ২. প্রভাবশালী শ্রেণি। ৩. উলামায়ে কেরাম। এই তিন শ্রেণির সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে, তা এই হাদিসে পুরোপুরি বলা হয়েছে, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের ওপর দয়া করবে না, বড়দের সম্মান করবে না এবং আমাদের আলেমদের শ্রদ্ধা করবে না তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সে আমাদের পথের ওপর নেই।' [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মালফুজাত। পৃষ্ঠা : ১১২। বাণী নম্বর : ১৩৫]

আমাদের তাবলীগ জামাতের আকাবির তথা বড়দের পক্ষ থেকে এ ধরনের নির্দেশনা ও হিদায়াতি কথা বারবার বলা হয়েছে। তাবলীগের মুরুব্বিগণ উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ উম্মতকে অবিকল সে নির্দেশনাই প্রদান করেছেন। নিম্নে আমরা কয়েকটি সুচয়িত হাদিস উপস্থাপন করছি।

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও অধিকার
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা

১.

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"مَنْ لَّمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (ابو داؤد ومسند احمد)

'যে ব্যক্তি আমাদের আলেমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না আমাদের সঙ্গো তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' [আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ]

২.

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"خَمْسٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ .... وَالنَّظْرُ إِلٰى وَجْهِ الْعَالِمِ" (عن أبي هريرة ، الجامع الصغير للسيوطى ، حديث : ٣٩٦٦)

'পাঁচ কাজ ইবাদত বলে গণ্য হবে। তন্মধ্য হতে একটি হলো, আলেমে দ্বীনের দিকে মুহাব্বতমাখা দৃষ্টিতে তাকানো।' [আল জামিউস সগির লিস সুয়ূতি। হাদিস নং : ৩৯৬৬]

৩.

মিশকাত শরিফের কিতাবুল ইলমের এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"فقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ" (مشكوة المصابيح، كتاب العلم)

'একজন ফকিহ আলিমে দ্বীন শয়তানের ওপর হাজার ইবাদতকারী অপেক্ষা অধিক ভারী।' [মিশকাত শরিফ, কিতাবুল ইলম]

৪.

তবারানি শরিফে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيْبَةٌ لاَ تُجْبَر، وَتلمة لاَ تُسَدّ وَهُوَ نَجْم طمس، وَمَوْتُ قَبِيْلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ" (رواه الطبراني ، مجمع الزوائد : ١٢٢، جلد : ١)

'একজন আলেমের মৃত্যু উম্মতের জন্যে এত বড় ক্ষতি ও এত বড় শূন্যতা যে, তা পূরণ হওয়া কঠিন। একজন আলেমের মৃত্যু একটি নক্ষত্রের পতন সমতুল্য। একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে একটি গোত্রের বিনাশ অধিক লঘু।' [তবারানি, মাজমাউয যাওয়ায়েদ। পৃষ্ঠা : ১২২। খণ্ড : ১]

৫.

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরো উম্মতকে নির্দেশ করেছেন—

"أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله" (عن جابر الجامع الصغير للسيوطى ، حديث : ١٤٢٨)

'উলামায়ে কেরামকে সম্মান ও শ্রদ্ধা কোরো। কেননা তাঁরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওয়ারিস ও স্থলাভিষিক্ত। যে ব্যক্তি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করল।' [জাবির রাদি. কর্তৃক বর্ণিত। আল জামিউস সগির লিস সুয়ুতি। হাদিস নং : ১৪২৮]

৬.

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيئَات عَثَرَاتِهِمْ" (رواه احمد، الجامع الصغير للسوطى، ص : ١٣٦٣)

'আমার উম্মতের সম্মানিত লোকদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা কোরো ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।' [হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। আল জামিউস সগির লিস সুয়ুতি। পৃষ্ঠা : ১৩৬৩]

৭.

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"أَكْرِمُوْا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِيْ". (عن ابن عمر، الجامع الصغير للسيوطى حديث : ١٤٢٠)

'তোমরা কুরআনের বাহক (অর্থাৎ হাফেয, কারি ও আলেমদেরকে) সম্মান কোরো। যে তাঁদের সম্মান করল সে মূলত আমাকেই সম্মান করল।' [হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. বর্ণনা করেছেন। আল জামিউস সগির লিস সুয়ুতি। হাদিস নং : ১৪২০]

৮.

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَأْيَةِ الْإِسْلَامِ، مَنْ أَكْرَمَهُ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ وَمَنْ أَهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ". (الجامع الصغير للسيوطى، حديث : ٣٦٦٠)

'কুরআনের বাহক (অর্থাৎ হাফেয, ক্বারি ও উলামায়ে কেরাম) ইসলামের পতাকা বহনকারী। যে ব্যক্তি তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করল সে আল্লাহকে সম্মান করল। এর বিপরীতে যে তাদের সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করল তার ওপর আল্লাহর লানত।' [আল জামিউস সগির লিস সুয়ুতি। হাদিস নং : ৩৬৬০]

মনে রাখবেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বদদুআ।

৯.

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

"إِنَّ مِنْ اجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامُ ذِى الشَّيبة الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ الخ. (رواه ابو داؤد، كتاب الادب، باب في تنزل الناس منازلهم ، حديث : ٤٨٤٣)

‘নিশ্চয়ই কুরআনের বাহক (অর্থাৎ হাফেয, ক্বারি ও উলামায়ে কেরাম) ও বয়স্ক মুসলমানদেরকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর।’ [আবু দাউদ, কিতাবুল আদব। باب في تنزل الناس منازلهم। হাদিস নং : ৪৮৪৩]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের বাহক ও বয়স্ক লোকদেরকে সম্মান করল সে আল্লাহকে সম্মান করল। এর বিপরীতে যে তাদের অপমান করল সে আল্লাহকে অপমান করল।

১০.

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ. ফাজায়েলে তাবলীগ গ্রন্থে তারগিব ও তবারানির উদ্ধৃতিতে হযরত আবু উমামা রাদি. এর এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

ثَلاثَةٌ لا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلا مُنَافِقٌ، إِمَامٌ مُقْسِطٌ، وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلامِ، وَذُو الْعِلْمِ.

‘তিন ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার এতোটাই মজবুত যে, মুনাফিক ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা হালকা ও তুচ্ছ মনে করতে পারে না। ন্যায়পরায়ণ ইমাম, বয়স্ক মুসলিম ও আলেম।’ [তবারানির সূত্রে আত-তারগিব]

এ হাদিস নকল করে শায়খুল হাদিস রহ. লিখেছেন—

কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘আমি আমার উম্মতের ওপর তিন জিনিসের সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। (তন্মধ্য হতে) একটি হলো, উলামায়ে কেরামের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে। তাদের সঙ্গে বেপরোয়া আচরণ করা হবে।’ হাদিসটি আত–তারগিব গ্রন্থে তবারানির উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাযায়েলে তাবলীগ। ষষ্ঠ অধ্যায়। পৃষ্ঠা : ৬২৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই নির্দেশনাগুলো এতোটাই স্পষ্ট যে, যে কেউ খুব সহজেই বুঝতে পারবে। একজন হাফেয, ক্বারি, আলেমে দ্বীন ও মুফতির কী মর্যাদা ও অবস্থান, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আলেমের মৃত্যুকে একটি গোত্র ও পরিবারের মৃত্যু অপেক্ষা গুরুতর বলেছেন। বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর কারণে উম্মাহর কাঠামোতে যেই শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা ভরাট করা অত্যন্ত কঠিন। তাহলে বলুন, নবি-রাসূলগণের সেই ওয়ারিসদের ওপর এমন পাশবিক বর্বরোচিত নির্যাতন করা, যেই নির্যাতন দেখে জমিন পর্যন্ত চিৎকার করে ওঠে, আকাশ থরথর করে কাঁপে, বলুন, কিয়ামতের দিন আমরা কীভাবে আল্লাহর নবিকে আমাদের মুখ দেখাব! আল্লাহর নবি ﷺ সেদিন জিজ্ঞেস করবেন, যেই উলামায়ে কেরামকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম, তোমরা তাঁদের সঙ্গে এমন অবমাননাকর আচরণ করেছো! তাঁদের ওপর এমন নির্মম নির্যাতন ও পাশবিক জুলুম করেছো! বলুন, সেদিন আপনি কী উত্তর দেবেন?

ইজতিমা ময়দানে যারা জুলুমের শিকার হয়ে আহত হয়েছে, তাদের বৃহদাংশ তালিবুল ইলম। এরাই তো সেই তালিবুল ইলম, যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন,

"مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ" (مشكوة شريف ، كتاب العلم)

‘যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকে।’ [মিশকাত শরিফ, কিতাবুল ইলম]

ইজতিমা ময়দানে জুলুম ও নিপীড়নের শিকার আহত লোকদের মাঝে প্রচুর কিশোর, তরুণ ও যুবক তালিবুল ইলম রয়েছে। যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

"شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ" (مسلم شريف)

'কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তি আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। আল্লাহ তাআলা যাদের প্রতি সম্মান দেখাবেন। এঁদের মাঝে রয়েছে সেই যুবক, যার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিক্রান্ত হয়।' [মুসলিম শরিফ]

ইজতিমা ময়দানে বর্বরোচিত জুলুমের শিকার আহতদের মাঝে রয়েছেন এমন উলামা ও সাদা দাড়ির বয়স্ক মানুষ, যাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে এ কথা এসেছে যে, সাদা দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোক যখন আল্লাহর সামনে হাত পাতে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দেখে লজ্জাবোধ করেন, তাঁদের দুআ কবুল করেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন।

কিন্তু হায় আফসোস! আমাদের ওপর আমাদের প্রবৃত্তি ও শয়তান এমনভাবে চেপে বসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই চিরন্তন নির্দেশগুলোর কোনোটাই আমাদের স্মরণে ছিল না। আমরা নবি-রাসূলদের ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদেরকে মেরে মেরে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি। অথচ তাঁদের একজনকে মারা হাজারজনকে মারার সমতুল্য। একজন আলেমের গায়ে হাত তোলা একটি বিশাল গোত্রের গায়ে হাত তোলার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। আমাদের দুর্ভাগ্যের ওপর অন্তহীন আফসোস! আমরা কি আমাদের তাবলীগি আকাবিরদের সেই হিদায়াত ও নসিহত ভুলে গেছি যে,

"علماء کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کو بھی عبادت تصور کرو، ان کی بے وقعتی و بے حرمتی اور گستاخی سے تمہاری اولاد، تمہاری ذریت اور نسل علم دین سے محروم کردی جائے گی"۔

'আলেমদের দিকে মুহাব্বতমাখা দৃষ্টিতে তাকানোকেও ইবাদত মনে করবেন। উলামা ও মাশায়েখে দ্বীনের অপমান, অশ্রদ্ধা ও তাঁদের সঙ্গে ঔদ্ধত্ব করলে আপনাদের সন্তান, আপনাদের বংশধর ও আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হবে।'

আফসোস! এই বর্বরোচিত কাণ্ড ঘটিয়ে আমরা আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া, দুটোকেই বরবাদ করে দিয়েছি। আমরা শুধু নিজেদেরকেই হালাক করিনি; আমাদের আগামী বংশধর ও পরবর্তী প্রজন্মকেও ধ্বংস করেছি, তাদেরকেও ইলমে দ্বীনের দৌলত থেকে বঞ্চিত করেছি।

বাংলাদেশের তাবলীগি ভাইদের কাছে নিবেদন

আমরা আমাদের সকল বাংলাদেশি ভাইদেরকে বিনম্রতার সঙ্গে এ আহ্বান জানাই যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা আপনাদের উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও মাদরাসাসংশ্লিষ্ট মহলকে ভুল বুঝবেন না। তাঁরা গতকালও যেমন আপনাদের কল্যাণকামী ও সমব্যাথী ছিলেন, আজও তেমনই আছেন। ইনশাআল্লাহ আগামীতেও থাকবেন। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যেই অসদাচরণ, জুলুম ও সীমালংঘন হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব, তার প্রায়শ্চিত্ত করে নিন। তাঁদের কাছে করজোড় করে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহকে রাজি করিয়ে নিন। যদি এমনটি না করেন তাহলে প্রবল আশঙ্কা রয়েছে যে, এ সকল আল্লাহওয়ালা উলামা ও নবির ওয়ারিসগণের ওপর জুলুম, নির্যাতনের পরিণতি হিসেবে আমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো গজব-বিপদ নেমে আসতে পারে। কেননা এ কথা স্পষ্ট যে, এই অকল্পনীয় দুর্ঘটনায় প্রচুর সংখ্যক উলামা ও তালিবুল ইলম গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেরই অঙ্গহানি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক সাহাবিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

> 'নিজেকে মজলুমের বদদুআ থেকে বাঁচিয়ে রাখো। কেননা আল্লাহ ও মজলুমের বদদুআর মাঝখানে কোনো আবরণ থাকে না।' এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'কাফের মজলুম হলেও একই অবস্থা।' [তিরমিজি শরিফ, আবওয়াবুয যাকাত, হাদিস নং : ৬২১। তুহফাতুল আহওয়াজি, পৃষ্ঠা : ২০৮। খণ্ড : ৩]

অর্থাৎ মজলুমের বদদুআ অবশ্যই কবুল হয়। যার কারণে জালেমকে নির্ঘাত ধ্বংস হতে হয়।

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

> 'আল্লাহর কাছে তাঁর কিছু বান্দা এতটাই প্রিয় ও মকবুল হয়ে থাকেন যে, তারা শপথ করে কোনো কথা বলে ফেললে আল্লাহ অবশ্যই মঞ্জুর করেন।' [বুখারি ও মুসলিম, মিশকাত শরিফ : ৩০০]

মুসলিম শরিফের এক বর্ণনার মাঝে এসেছে,

> 'আরওয়া বিনতে উয়াইস নামের এক মহিলা হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ রাদি. এর ওপর এ অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি তার ওপর জুলুম করেছেন, তার জমিন জবরদখল করেছেন।... তখন সাঈদ রাদি. এ বদদুআ করেন যে, হে আল্লাহ, এ মহিলা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে আপনি তাকে অন্ধ করে দিন। তার ঘরকেই তার কবর বানিয়ে দিন।
>
> এ ঘটনার পর একমাসও অতিক্রান্ত হয়নি। তার আগেই সেই মহিলা অন্ধ হয়ে যায় এবং ঘরের এক গর্তে পড়ে মারা যায়। তাকে সেখানেই দাফন দেওয়া হয়।' [মুসলিম শরিফ, হাদিস নং : ৪১১০। ফতহুল মুলহিম : ৭/৪৬২]

আজ যারা আপনাদের জুলুমের শিকার হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে, তারা সবাই নিঃসন্দেহে মজলুম। মজলুমের বদদুআকে ভয় করুন। যেসকল মজলুম জালিমের জুলুম-নির্যাতনের ধকল সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, তাঁদের ফয়সালা আল্লাহর দরবারেই নিষ্পন্ন হবে।

একজন মুমিনের হত্যার সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তিরস্কার ও কঠিন শাস্তির সংবাদ

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে যে, প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত উসামা রাদি. একবার এক যুদ্ধে এমন

ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, যার হাতে প্রচুর সাহাবি শহিদ হয়েছিল। হযরত উসামা রাদি. অনেক দিন ধরেই লোকটিকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। মোক্ষম সুযোগ পেয়েই তিনি তার ওপর আক্রমণ করে বসেন। ওদিকে লোকটি অবস্থা বেগতিক দেখে তৎক্ষণাৎ কালিমা পাঠ করে ফেলে। উসামা রাদি. তখন ইজতিহাদ করে তাকে হত্যা করেন। তিনি মনে করেছিলেন, লোকটি স্রেফ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে কালিমা পাঠ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে হত্যার ঘটনা শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হন। বর্ণনার মাঝে এসেছে,

"أن النبي صلى الله عليه وسلم دَعَا أَسَامَةَ فسَأَلَهُ : لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ إلى أنْ قَالَ، فَكَيْفَ تصْنَعُ بِـ لاَ إلٰهَ إلاَّ الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (مسلم شريف ، حديث : ٢٧٣، فتح الملهم ، ص : ٩٤، ج : ٢)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার উসামাকে এ কথাই বলে যাচ্ছিলেন যে, কাল কিয়ামতের দিন তুমি কী জবাব দেবে, যখন সে কালেমা পড়াবস্থায় তোমার সামনে আসবে!' [মুসলিম শরিফ, হাদিস নং : ২৭৩। ফতহুল মুলহিম : ২/৯৪]

অথচ উসামা রাদি. এর হত্যার সিদ্ধান্ত ছিল ইজতিহাদপ্রসূত। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট ও মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি একজন কালেমাপড়া ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। বর্ণনায় এসেছে যে, উসামা রাদি. তখন বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে মাগফিরাতের দুআর দরখাস্ত করছিলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার উত্তরে এ কথাই বলে যাচ্ছিলেন যে, তুমি কিয়ামতের ময়দানে কী জবাব দেবে, যখন সে লোক কালেমা পড়াবস্থায় তোমার সামনে আসবে!'

ইজতিমা ময়দানের এই সাম্প্রতিক হৃদয়বিদারক ঘটনায় কতটা বর্বরতার সঙ্গে জালিমরা মেরে মেরে আল্লাহর কিছু নেক বান্দাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে! একটু কল্পনা করুন, কীভাবে ছটফট করতে করতে তাঁদের শরীর থেকে জীবন বেরিয়েছে! কত লোককে হাত-পা ভেঙে চিরতরে পঙ্গু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে! কীভাবে তাদের পুরো শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে! জালিমদের মনে কি একটুখানি দয়াও জাগেনি! হযরত উসামা রাদি. তো ইজতিহাদি ভুলের শিকার হয়ে এমন এক লোককে হত্যা করেছিলেন, যার হাতে একাধিক সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন। যে লোক জীবনে এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করেনি। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, 'কাল কিয়ামতের ময়দানে সে যখন কালিমা পড়তে পড়তে আসবে, তখন তুমি কী উত্তর দেবে!' তাহলে বলুন, নামায, রোযা ও দ্বীনদারির পাক্কা অনুসারী এই লোকগুলো যখন কিয়ামতের দিন রক্তাক্ত শরীরে হাজির হবেন তখন এ সকল জালিম রব্বুল আলামিনের দরবারে কী জবাব দেবে! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء : ٩٣)

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' [সূরা নিসা। আয়াত : ৯৩। পারা : ৫]

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

"لا يقتتلن بعدي فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ" (مسند أحمد ، ص : ٣٥١، ج : ٤)

'আমার বিদায়ের পর তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে না। কেননা আমি অন্যসব উম্মতের ওপর আমার উম্মতের আধিক্যের বড়াই করব।' [মুসনাদে আহমদ, পৃষ্ঠা : ৩৫১, খণ্ড : ৪]

হাদিসের ব্যাখ্যাকারকগণ এ হাদিসের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'যেহেতু কাউকে হত্যা করলে এর প্রায়শ্চিত্তে খোদ তার নিজের বংশধর ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মতের সংখ্যা কমে যায়, এজন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

অন্য এক হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্বে অর্থাৎ জীবনসায়াহ্নে এসে ইরশাদ করেছেন,

"لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (مسلم شريف ، حديث : ٢٢٠، فتح الملهم ، ص : ٣٦، ج : ٢)

'আমার মৃত্যুর পর কাফেরদের মতো একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো না।' [মুসলিম শরিফ, হাদিস নং : ২২০। ফতহুল মুলহিম : ২/৩৬]

অর্থাৎ এমনভাবে লড়াই-ঝগড়া কোরো না, যার ফলশ্রুতিতে রক্তারক্তি ও হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে।

নামাযি ব্যক্তিকে বিনাঅপরাধে মারধর ও কটুকথা বলা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তো উম্মতকে এ নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন যে, কোনো নামাযি ব্যক্তির গায়ে হাতে তোলা যাবে না। এক হাদিসে এসেছে যে,

"قال علي يا رسول الله أخدمنا، قال خذ أيهما شئت ، قال خرلى ، قال خذ هذا ولا تضربه فإنى رأيته يصلى مقفلنا من خيبر وأنى قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة" (رواه أحمد والطبرانى، مجمع الزوائد : ص : ٤٣٣، ج : ٤)

'সাইয়্যেদুনা আলি রাদি. একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অনুরোধ করেন যে, আমাদেরকে খিদমতের গোলাম দিন। তখন রাসূলুল্লাহ দুজন গোলামের দিকে নির্দেশ করে বলেন, যাকে ইচ্ছে নিয়ে যাও। তখন আলি রাদি. অনুরোধ করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিই বাছাই করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ একজনের দিকে ইশারা করে বলেন, এই গোলামটিকে নিয়ে যাও। আর শোনো, কখনই তার গায়ে হাত তুলবে না। কেননা খায়বার যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরার পথে আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। আর আল্লাহ আমাকে নামাযি ব্যক্তিদের গায়ে হাত তুলতে নিষেধ করেছেন।' [আহমাদ, তবারানি, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা : ৪৩৩, খণ্ড : ৪]

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা পর্যন্ত বলেছেন,

"لا تسُبُّوْ الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَةِ" (رواه ابو داؤد، جمع الفوائد، حديث : ٦٦٥٢)

'তোমরা মোরগকে গালমন্দ কোরো না। কেননা সে লোকদেরকে নামাযের জন্যে জাগ্রত করে।' [আবু দাউদ, জমউল ফাওয়ায়িদ, হাদিস : ৬৬৫২]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়

আফসোস! শত আফসোস যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি কথাও শুনিনি। আমরা নামাযি লোকদেরকে, দ্বীনদার লোকদেরকে, বয়স্ক লোকদেরকে, সাদা দাড়ি শোভিত লোকদেরকে, নেককার যুবকদেরকে পৈশাচিক কায়দায় মেরে-পিটিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছি। কোথায় গেল আমাদের ঈমান! কোথায় গেল আমাদের ঈমানি আত্মসম্মানবোধ! হায় আফসোস! এমন জালিমসুলভ নির্বোধোচিত কাণ্ড ঘটিয়ে আমরা দ্বীনে ইসলামকে, দাওয়াত ও তাবলীগের পবিত্র আন্দোলনকে, পুরো তাবলীগ জামাতকে কলঙ্কিত করেছি। আমাদের দেশ বাংলাদেশের সম্মান ভুলুণ্ঠিত করেছি। যেখানে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন,

أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ"

'তারা কাফেরদের বেলায় কঠোর হবে এবং নিজেদের বেলায় দয়াপ্রবণ হবে। ঈমানদের ক্ষেত্রে কোমল হবে এবং বিধর্মীদের ক্ষেত্রে শক্তহস্ত হবে।'

অর্থাৎ, তারা ঈমানদার ভাইদের ক্ষেত্রে কোমল, সমব্যথী হবে। তাঁদের সঙ্গে সীমাহীন নম্র-ভদ্র আচরণ করবে। এর বিপরীতে ইসলামের শত্রুপক্ষ ও কাফেরদের মুকাবিলায় শক্ত, কঠোর হবে। পূর্ণ শক্তি তাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে। কিন্তু হায় আফসোস! আমরা আজ আমাদের শক্তি, ক্ষমতা, জুলুম ও অত্যাচারের টার্গেট বানিয়েছি আল্লাহর নেকবান্দা, ঈমানি ভাই ও উলামা-ত্বলাবার মুবারক জামাতকে।

হাফ আফসোস! লাঠি-সোঠা নিয়ে আক্রমণ করার সময় তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তর একটুও কোমল হয়নি। ছোট ছোট ছাত্ররা কাতর হয়ে দয়াভিক্ষা চেয়েছিল; কিন্তু আমাদের পাষাণ হৃদয়ে সামান্যতম মমতাও জাগেনি। আমরা লাঠিপেটা করে তাদের শরীর থেকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করেছি। কোথায় গেল আমাদের ঈমানি বৈশিষ্ট্য! কোথায় গেল আমাদের ঈমানি আত্মসম্মানবোধ! এটাকেই কি ঈমান ও ইয়াকিনের মেহনত বলে! যেখানে আমাদের তাবলীগের অন্যতম বুনিয়াদি উসুল হলো, ইকরামুল মুসলিমিন। এটাই কি সেই ইকরামের প্রকাশ! দাওয়াত ও তাবলীগের পুরো ইতিহাসে এমন দুর্ঘটনার নজির পাওয়া যাবে না, যেখানে দাঈ ও ঈমানের মেহনতকারীরা নিজেদেরই দ্বীনি ভাই ও দাওয়াতের সাথীদেরকে এভাবে নির্দয়ভাবে মেরে মেরে জুলুমের স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে।

তাবলীগের দায়িত্বশীলদের করণীয় হলো, এ বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবে

দাওয়াত ও তাবলীগের মূল কাজ হলো, মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। অথচ এভাবে সবার চোখের সামনে চরম নিকৃষ্ট কাজ করা হলো; অথচ সেসময় বা পরবর্তীতে কেউ সেই নিকৃষ্টতম কাজটি প্রতিহত করল না, প্রতিবাদ করল না, জুলুম ও নির্যাতনের ওপর ঘৃণা জানাল না, এমন জালিমদেরকে তাদের বড়দের পক্ষ থেকে, তাদের পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সতর্কীকরণ, গাল-মন্দ ও ধিক্কার জানানো হলো না, জুলুমকারীদের জুলুমের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণাও এলো না। নিঃসন্দেহে তাদের বড় ও পৃষ্ঠপোষকদের এই ভূমিকা গর্হিত ও হতাশাজনক। কেন তারা এখন পর্যন্ত ওই জালিমদের জুলুমের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করল না! কেন তারা বিশ্বকে অবহিত করল না যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনতের সঙ্গে এই জালিমদের কোনো সম্পর্ক নেই? নাউযুবিল্লাহ, এই বর্বরোচিত জুলুমের ওপর কি আমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত! যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চুপ কেন? ওই লোকগুলো তো এই দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। মেহনতের যিম্মাদারদের ওপর এটাও এক যিম্মাদারি যে, তারা দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে জড়িত কিছু সদস্যের এই বর্বরোচিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন, এই পাশবিক জুলুমের সঙ্গে তাদের কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দেবেন এবং তাদের অপরাধের নিন্দা করবেন এ উদ্দেশ্যে যে, যেন এই কাজ কলংকিত না হয়। আমাদের মৌনতা ও নীরবতাকে তো সন্তুষ্টির আলামত মনে করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"إذا عملت الخطيئة في الأرض، من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها" (رواه ابو داؤد، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي حديث : ٤٣٣٨)

'যদি কোনো জায়গায় কোনো নিষিদ্ধ কাজ হয় তাহলে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, কাজটিকে ঘৃণা করা। তাহলে সে অনুপস্থিত ব্যক্তির মতো দায়মুক্ত হবে। কোনো ব্যক্তি যদি

সেখানে অনুপস্থিত থেকেও কাজটির প্রতি সন্তুষ্ট হয় তাহলে সে উপস্থিত ব্যক্তির মতো দায়ী সাব্যস্ত হবে।' [আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমরি ওয়ান নাহি, হাদিস : ৪৩৩৮]

কাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের সকল যিম্মাদারদের দ্বীনি ও শারঈ দায়িত্ব হলো, তারা এই বর্বরোচিত ও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকার কথা জানিয়ে দেবেন, জড়িত সকল জালিমকে দাওয়াত ও তাবলীগের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সততার সঙ্গে তাওবা না করবে, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না করবে এবং সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে এই মেহনত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবেন।

আপনাদের পিতৃপুরুষ তো এমন ছিলেন না!
বাংলাদেশের জনগণ সবসময় উলামাপ্রেমী ছিলেন

হে বাংলাদেশের মুসলমান, বাংলাদেশের আলো-বাতাস ও মাটির সঙ্গে উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাশিক্ষার্থীদের ভালোবাসা মিশে আছে। এদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ সবসময় নায়িবে রাসূল উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনকে মূল্যায়ন করেছে। তাঁদেরকে নিজেদের মাথায় স্থান দিয়েছে, বুকে জড়িয়ে নিয়েছে, চোখের মণিকোঠায় সাজিয়েছে। অনেক আগে ঢাকার নবাব সাহেব হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.কে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে সময় ঢাকার নবাব সাহেব সমেত পুরো বঙ্গদেশ হাকিমুল উম্মত রহ. থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মাটিতে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. অসংখ্যবার আগমন করেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণ তাঁর ফয়জ ও বরকত থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছিল। বাংলাদেশের ইতিহাস, সেখানকার আবহাওয়া ও উর্বর মাটির প্রভাবগ্রহণের ক্ষমতা আমাদের অবগত করে যে, বাংলাদেশের জনগণ সবসময় তাঁদের উলামা, ত্বলাবা, আউলিয়া ও বুযুর্গগণকে ভালোবাসার সঙ্গে বরণ করে থাকে। বলুন, আপনারা কি আপনাদের নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছেন! আপনারা কি নিজ পিতৃপুরুষদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন? আপনাদের বাবা-দাদারা তো এমন ছিলেন না।

বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম, ফুযালা ও বুযুর্গানে দ্বীন, যাঁরা নিজ যুগের শীর্ষস্থানীয় আকাবির মনীষাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং স্বদেশের মুসলমানদের কাছে সেই ইলম পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদের সেই ইলম ও প্রজ্ঞা এবং তাঁদের প্রতি স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কল্যাণেই এদেশের মাটিতে অনেক বড় বড় দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর সংখ্যক আলেম, জ্ঞানী ও হাফিযুল কুরআন জন্ম নিয়েছে। শত শত মসজিদের মিম্বার ও মেহরাব থেকে 'আল্লাহু আকবারের' ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে। তাঁদের বদৌলতে হাজার হাজার বেদ্বীন দ্বীনের দিশা খুঁজে পেয়েছে। এই মাদরাসাগুলোর বদৌলতেই অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। এমন শত শত পরিবার ছিল, যাদের মাঝে একজন হাফেয-আলেমও ছিল না; এমনকি জানাযা পড়ানোর মতো লোকও ছিল না। এমন পরিবেশে এই উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন দেশের সর্বত্র এত প্রচুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, এখন হাত বাড়ালেই প্রচুর আলেমই পাওয়া যায়। এখন আর বিয়ে-শাদি পড়ানো, ইমামতি করা ও জানাযার নামায পড়ানোর মতো আলেমের অভাব নেই। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও মাদরাসা পরিচালকদের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফসল। তাঁদের অবদানেই আমাদের এই বর্তমান প্রজন্মের কাছে, বাংলাদেশের জনগণের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছেছে।

তাঁরাই হলেন সেই উলামা ও মাশায়িখ, যাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে বাংলাদেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা সবসময় এই মেহনতের পৃষ্ঠপোষকতার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের সেই অবদানের উপকারিতা আজ পুরো দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই উলামা ও ত্বলাবাদের

কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে তাঁরা আমাদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন। তাঁদেরকে সম্মান করা, তাঁদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা, তাঁদেরকে ভালোবাসা ও তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে নেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهِ

"যে ব্যক্তি তার ওপর দয়াকারী লোকদের শুকরিয়া আদায় করল না, সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করল না"

এই অবমূল্যায়ণ মেনে নেওয়া যায় না

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা আমাদের সেরেতাজ উলামায়ে কেরাম ও বুযর্গানে দ্বীনের সঙ্গে অভদ্রোচিত আচরণ করেছি। তাদের সঙ্গে এমন অবমাননাকর আচরণ করেছি, যা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। এই আচরণ বিশ্ববাসীর কাছে আমাদেরকে ছোট করেছে। আফসোস যে, গতকাল পর্যন্ত আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতাম। তাদেরকে মাথায় তুলে রাখতাম। তাদেরকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতাম। তাদেরকে শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখে দেখতাম। তাদের সেবা করতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতাম। তাদের ইশারায় ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

তাঁরা গতকাল যেমন আমাদের ছিলেন, আজও আমাদেরই আছেন। তাঁরা আমাদেরকে ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীনের সঠিক পথ দেখাবেন। বিয়ে, খতনা, আকিকা, ইমামত, জানাযা তথা আমাদের প্রতিটি দ্বীনি প্রয়োজন তাঁরাই নিষ্পন্ন করেছেন, আগামীতেও করবেন। এই পরোপকারী উলামা ও তৃলাবা যেভাবে গতকাল পর্যন্ত আপনাদের চোখে পরম সম্মানিত, চোখের মণি, নবিদের ওয়ারিস ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, আজও তাঁরা শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসার সেই স্থানেই অবস্থান করছেন। আমাদের ওপর, আমাদের সন্তানদের ওপর তাঁদের অবদান নিসীম। কাজেই আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁদেরকে সম্মান করুন। তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান অনুসারে তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করুন। তাঁদের দিকে ভালোবাসাজড়ানো দৃষ্টিতে তাকানোকে ইবাদত জ্ঞান করুন। বিশ্বাস করুন, তাঁদের সঙ্গে এই অবমাননাকর আচরণ করা হলে তাঁদের কোনো ক্ষতিই হবে না; কিন্তু এর পরিণতি আপনাকে ভোগ করতে হবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিনামে আপনি ও আপনার পরবর্তী প্রজন্ম ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। সেখানকার জনগণ যখন স্থানীয় উলামায়ে কেরামের অবমূল্যায়ন শুরু করে, যখন তাঁদের ওপর নানাধরনের নির্যাতন করতে থাকে, গায়ে হাত তোলে; এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই পরিণতি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাশিয়ার সেই মাটি থেকে ইলম উঠে গেছে। উলামায়ে কেরামের অস্তিত্ব শূন্য হয়ে গেছে। আজ সেখানে বিয়ে-শাদি ও জানাযার দায়িত্ব সম্পন্ন করার মতো কেউ নেই। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলাম থেকে বঞ্চিত। মানুষ মুরতাদ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নিরাপদ রাখুন।

দয়া করে সতর্ক ও সচেতন হোন

হে বাংলাদেশের জনগণ, নিঃসন্দেহে প্রবৃত্তির অসততা ও শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে আমরা এমন কিছু কাজ করে ফেলেছি, যা আমাদের জন্যে সঙ্গত ছিল না। কিন্তু এখনো সুযোগ আছে। আল্লাহ আমাদেরকে বিবেক দিয়েছেন, বোধশক্তি দিয়েছেন, সজাগ অন্তর দিয়েছেন, চক্ষু দিয়েছেন। কাজেই সেই বিবেক ও বোধশক্তি ব্যবহার করুন। চোখের সামনে আখেরাতকে মেলে ধরুন। নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবুন। নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহের কথা স্বীকার করুন। সৎঅন্তরে অনুতপ্ত হোন।

অনুশোচনার অশ্রু ফেলে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। যেসকল অপরাধ-সীমালঙ্ঘন ঘটে গেছে, তার জন্যে নিজেই নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় তুলুন। আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার আঁচল অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তিনি দয়াশীল ও ক্ষমাকারী। তিনি তো নিরানব্বই জনকে হত্যাকারী খুনীকে পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তাওবার অশ্রু ঝরাবেন, আর আল্লাহর রহমত আপনার অভিমুখী হবে না, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই নির্জনে বসে নিজের ভুল-ত্রুটি ও সীমালঙ্ঘনগুলো সামনে রাখুন। নিজের অশুভ পরিণতির কথা ভেবে দ্রুত তাওবা ও ইসতিগফার করুন। মোটেও বিলম্ব করবেন না। তাওবা ও ইসতিগফারের সেই পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যার কথা জনাব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদিসে যেই পদ্ধতিগুলো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আপনাদের কল্যাণের কথা ভেবে, আপনাদের সমব্যথী হয়ে ইসলামি শরিয়তের আলোকে একটি কর্মপন্থা ও কিছু প্রস্তাবনা আপনাদের খেদমতে পেশ করছি। আপনারা যদি সেগুলো মেনে চলেন তাহলে ইনশাআল্লাহ কল্যাণের দুয়ার খুলে যাবে। অকল্যাণের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ চাহেন তো, আপনাদের সবার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপ—

সংকট নিরসন ও দু' পক্ষের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কিছু প্রস্তাবনা

আল্লাহর কাছে তাওবা করুন

সবার আগে প্রত্যেকেই নিজেকে গুনাহগার ও অপরাধী মনে করে আল্লাহ তাআলার জন্যে দু' রাকাত 'সলাতুত তাওবা' আদায় করে তাওবা ও ইসতিগফার করুন। এরপর পূর্ণ ইখলাস ও বিনম্রতার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে এ দুআগুলো করুন—

(١) "رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

(٢) "لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".

(٣) "رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ".

(٤) "اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالْهَدْيِ وَالنِّيَّةِ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ".

(٥) "اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ أُمُوْرِنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا".

(٦) "اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ".

(٧) "اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ".

দু'চোখের অশ্রু ফেলে, প্রচণ্ড অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এ দুআগুলো চান। নিবেদন করুন যে, হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আমরা গুনাহগার ও অপরাধী। অপরাধ, দোষ ও জুলুমের কথা চোখের সামনে রেখে কেঁদে-কেটে আল্লাহর কাছে তাওবা করুন এবং অঙ্গীকার করুন যে, ইনশাআল্লাহ, আগামীতে কখনই এ ধরনের ভুল করব না।

আলেমদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন

আপনি আপনার অন্তর থেকে এই ভুল ধারণা ও মন্দ খেয়াল দূর করুন যে, আমাদের দেশের ও আমাদের অঞ্চলের উলামা, বুযুর্গ, মাদরাসামহল, আহলে ইলম আমাদের অকল্যাণ চান, তারা আমাদের ক্ষতি চান, বা তারা ও আমরা আলাদা। কখনই নয়। আমরা সবাই এক। এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করুন যে, আমাদের উলামা ও বুযুর্গগণ সবসময় আমাদের কল্যাণ চান। দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁরাই আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁরা সবসময় আমাদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেছেন। খতনা, আকিকা, বিয়ে, জানাযা, আনন্দ ও শোকের মুহূর্তগুলোতে এ সকল উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনই আমাদের দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা আমাদের রাহবার, আমাদের কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। আগামীতেও আমরা তাঁদের দ্বীনি খেদমত এড়িয়ে চলতে পারব না। আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে সবসময় তাঁদের কাছে মুখাপেক্ষী।

এই চিন্তা মস্তিষ্কে সজাগ রেখেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন ধরে রাখতে হবে। সবসময় তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। প্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে আমরা যদি কোনো ভুল কাজ করে থাকি তাহলে অবশ্যই নিজেদেরকে অপরাধী স্বীকার করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা, সংকোচ বা জড়তাকে মনের মাঝে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। আমরা যদি তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে এখন তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত করে থাকি তাহলে এখন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। যদি তাদের প্রতি ঘৃণা ছুড়ে থাকি তাহলে এখন ভালোবাসা বিলাতে হবে। যদি তাঁদেরকে আহত করে থাকি তাহলে অনতিবিলম্বে সেই আঘাত দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাঁদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে এখন তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার ফিকির করতে হবে। যদি তাঁদের দুর্নাম ছড়িয়ে থাকি তাহলে এখন সুনাম গাইতে হবে। যদি তাঁদের থেকে দূরে সরে গিয়ে থাকি তাহলে এখন তাঁদের কাছে ছুটে যেতে হবে। তাঁদেরকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে পরিষ্কার বলে দিন যে, বাস্তবেই আমরা অপরাধী ও জালিম। আজীবন আপনাদের দয়ার মুখাপেক্ষী। আজ আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নয়তো আমাদের দ্বীন-দুনিয়া, দুটোই বরবাদ হয়ে যাবে। আমরাও ধ্বংস হব, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও ধ্বংস হয়ে যাবে।

উলামা, মাশায়েখ ও মাদরাসামহল সম্পর্কে আপনার অন্তর পরিশোধিত করুন

বাংলাদেশি ভাইয়েরা, আপনাদের মনে যদি এ ধারণা থাকে যে, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও মাদরাসামহল দাওয়াত ও তাবলীগের বাইরের লোক, বা নিযামুদ্দিন মারকায ও সেখানকার বড় দায়িত্বশীলদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, বা উলামায়ে কেরাম তাদের বৈরী, তাহলে এখনই সেই ভুল ধারণা মন থেকে তাড়িয়ে দিন। আদৌ নয়। তাঁরা চিরদিনই দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনই সবসময় জনসাধারণকে দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা নিজেরাও প্রথম থেকেই নিযামুদ্দিন মারকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা নিয়মিত নিযামুদ্দিনে মারকাযে আসা-যাওয়া করতেন। দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের কোনো বৈরীতা নেই। নিযামুদ্দিন মারকাযের সঙ্গে কোনো কোনো বৈরীতা নেই। সেখানকার কোনো যিম্মাদার যথা, মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের কোনো ব্যক্তিগত বৈরীতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা নেই। শতবছরের ইতিহাস ও চিরদিনের আচরণ এ সাক্ষ্য দেয় যে, নিযামুদ্দিন মারকাযের সঙ্গে আমাদের উলামায়ে কেরামের সবসময় সুসম্পর্ক ছিল। দু' পক্ষের মাঝে সবসময়ই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন ছিল এবং আছে।

ব্যত্যয় ঘটেছে তখনই, যখন মারকাযের যিম্মাদার মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের অসংখ্য বয়ানের মাঝে এমন কিছু পয়েন্ট আসতে শুরু করে, যার ওপর হকপন্থী উলামায়ে কেরামের প্রচণ্ড আপত্তি রয়েছে। হিন্দুস্তানের সকল আকাবির উলামা ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সেই আপত্তিগুলোকে সঠিক বলে সত্যায়ন করেছে। এ কারণে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন যে, আমাদের জনগণের কাছে সেই বিভ্রান্তিকর কথাগুলো যেন না পৌঁছে। এক্ষেত্রে তাঁরা আপনাদের কল্যাণকামিতা ও হীতাকাঙ্ক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি উলামায়ে কেরামের গৃহিত সিদ্ধান্তের মাঝে জনগণের কল্যাণকামিতা ও যথাযথ পথনির্দেশনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা বারবার ভারতীয় আকাবির, ইলমি ব্যক্তিত্ব, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শরণাপন্ন হয়েছেন। তারা অজস্রবার ছুটে এসে এ আবেদন করেছেন যে, 'আপনারা যদি মাওলানা সাদ সাহেবের এ ধরনের বয়ানের ওপর সন্তুষ্ট হন তাহলে আমরাও সন্তুষ্ট। আর যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হন তাহলে আমরাও আমাদের জনগণের দ্বীনি

হিফাযতের স্বার্থে সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করব, যতক্ষণ না পরিস্থিতির আশু সংশোধন ঘটে।'

এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশি উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধিদল একাধিকবার নিযামুদ্দিন মারকায ও দারুল উলূম দেওবন্দ সফর করেছেন। এই সফরগুলোতে তারা এ কথাই নিবেদন করেছেন যে, আপনাদের মুহাক্কিক উলামা ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতাগুলো যদি মাওলানা সাদ সাহেবের বলে বেড়ানো কথাগুলোর ওপর সন্তুষ্টি ব্যক্ত করে তাহলে আমরাও পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে মাওলানা সাদ সাহেবকে পূর্ণ সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে কথা বলার অবারিত পথ করে দেব।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেব এতদিন যে ধরনের বয়ান দিয়ে আসছেন এবং যে বয়ানগুলোর ওপর ভারতীয় মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন যে, এ ধরনের বয়ানের কারণে জনসাধারণের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছুবে, সেই আপত্তিকর বয়ানগুলোর ব্যাপারে মাওলানা সাদ সাহেব অদ্যাবধি আকাবির উলামা ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতাগুলোকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তিনি অদ্যাবধি বিনম্রতার নজির স্থাপন করে বিশাল জনতার সামনে সেই বিভ্রান্তিকর বয়ানগুলো থেকে রুজু ও নিজের সম্পৃক্তহীনতার ঘোষণা দেননি; অথচ তিনি সেই বিভ্রান্তিকর বয়ান ও গলত কথাগুলো বিশাল জনতার সামনেই বয়ান করেছিলেন। উল্টো তার কাছের লোকেরা তার বিভ্রান্তিকর বয়ানগুলোর পক্ষে দলিল-দস্তাবেজ পেশ করছে। যার কারণে ভারতের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতি আশ্বস্ত হতে পারেননি। তাঁরা আশ্বস্ত না হওয়ার কারণে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামও আশ্বস্ত হননি।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ ধরনের ইলমি বা জ্ঞানগত ভুল চিহ্নিত করার ক্ষমতা স্রেফ আকাবির উলামা ও দারুল ইফতার দায়িত্বশীল মুফতিগণের রয়েছে। সাধারণ মানুষের মাঝে সেই যোগ্যতা নেই যে, তারা এই ভুলগুলোর তাত্ত্বিক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বুঝবেন। কাজেই আলিমদের আলোচনার মাঝে সাধারণ মানুষদের নাক গলানো যথোপযুক্ত নয়। এ সব বিষয়ে তাঁদেরকে অবশ্যই নিজ অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য উলামা ও মুফতিগণের ওপর আস্থাশীল হতে হবে। দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে যেমনটি তারা এতদিন করে এসেছে। এটাই শরিয়তের নির্দেশ। এটি জনগণের শারঈ দায়িত্ব।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের যে কথাগুলোর ওপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন এবং তার আলোচনার যেই পয়েন্টগুলোকে উলামায়ে কেরাম আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের পরিপন্থী সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোর ওপর শুধু আপনাদের বাংলাদেশি উলামায়ে কেরামই আপত্তি তোলেননি; পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম ও ভারতের উলামায়ে কেরামও শারঈ দলিলের আলোকে, সুস্পষ্টভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে আপত্তিকর প্রমাণিত করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতার ফতোয়া তো আপনাদের চোখের সামনেই আছে; এর বাইরে দারুল উলূম দেওবন্দের অসংখ্য আলেম, মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের অসংখ্য আলেম, জামিয়া কাসিমিয়া শাহি মুরাদাবাদ, জামিয়া আরাবিয়া হাতুড়াবান্ধাও সাদ সাহেবের এ ধরনের বয়ানগুলোকে ভুল অভিহিত করেছে।

শুধু এ কারণেই বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম মাওলানা সাদ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানাননি। কারণ, তাঁরা বাংলাদেশি সাধারণ জনগণকে দ্বীনের সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করতে চেয়েছেন, তার আপত্তিকর কথাগুলো থেকে স্থানীয় মুসলমানদেরকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছেন। আর বাস্তবতা হলো, এটা তাঁদের শারঈ দায়িত্ব। যদি তাঁরা এ দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে তাঁদেরকে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশি উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাসংশ্লিষ্ট মহলের কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, বৈরীতা ও হঠকারিতা নেই। তাঁরা নিযামুদ্দিন মারকাযের শত্রু নন। নিযামুদ্দিনের প্রতি তাঁদের কোনো অভিযোগও নেই। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের সকল উলামায়ে কেরাম তাবলীগ জামাতের সমর্থক। তাঁরা আগেও যেমন নিযামুদ্দিন মারকায ও মাওলানা সাদ সাহেবকে আপন মনে

করতেন, আজকেও তেমনই আপন মনে করেন। তাঁদের অন্তরে মারকায ও মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতি বিরোধিতার মানসিকতা নেই, কোনো ধরনের বিদ্বেষ বা গোয়ার্তুমিও নেই। তবে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের ওপর যেই দায়িত্ব, তাঁরা নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে সেই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জনগণের কল্যাণকামিতার স্বার্থে الدين النصيحة এর চেতনায় এই অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আপনারা মাওলানা সাদ সাহেবের জন্যে দুআ করুন। উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম যখনই তাঁর ব্যাপারে আশ্বস্ত হবেন তখন বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামও মাওলানা সাদ সাহেব সমেত নিযামুদ্দিন মারকাযের সকল যিম্মাদারকে পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলাদেশে ডেকে নেবেন, বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নেবেন এবং তাঁদের বয়ান-আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের উপকারিতার পথ খুলে দেবেন।

তাওবা ও প্রায়শ্চিত্তের পথ এখনো উন্মুক্ত

হাদিসে এসেছে, হযরত আবু লুবাবা রাদি. নামের একজন সাহাবি একবার একটু ভুল করেছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজেকে একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে ফেলেন আর বলেন, 'আমি আমার ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হৃদয়ে পূর্ণ সততার সঙ্গে তাওবা করছি। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে আমার বাঁধন খুলে দিন।' [দুররে মানসুর, আয়াত- لا تخونوا الله والرسول। সূরা আনফাল, পারা : ৯, তারিখে মদিনা : ৩৬।

বাস্তবতা হলো, অন্তরের মাঝে অনুশোচনা ও নিজের ভুলের উপলব্ধির অনুভূতি চলে এলে সবকিছু সহজ হয়ে যায়। কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা আমাদের মুরুব্বি উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে দ্বীন, মাদরাসা সংশ্লিষ্ট মহল ও দ্বীনি শিক্ষার্থীদের ওপর যেই অন্যায়-অবিচার ও দুরাচার করেছি, সেগুলোর ওপর অনুতপ্ত হয়ে তাঁদের খিদমতে হাজির হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব। তাঁদের করজোড় করে অনুরোধ করব যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আমাদের ত্রুটিগুলো মাফ করুন। আমাদের ওপর, আমাদের সন্তান-সন্ততির ওপর আপনাদের অজস্র দয়া রয়েছে। আগামী জীবনেও আমরা আপনাদের দয়া ও করুণার মুখাপেক্ষী। আমরা সৎ অন্তরে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনাদেরকে আমরা আমাদের সমব্যাথী, কল্যাণকামী ও দ্বীনি রাহবার মনে করি। আমরা আগেও আপনাদের কল্যাণকামী নির্দেশনা ও দ্বীনি রাহনুমায়ি থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলাম না; এখনই অমুখাপেক্ষী নই। খতনা, আকিকা, বিয়ে, জানাযা ইত্যকার আমাদের দ্বীনি প্রয়োজনগুলো এই উলামায়ে কেরামের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। দ্বীনি বিষয়গুলোতে আপনারাই আমাদের পথপ্রদর্শক। আপনারা আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিন। ইনশাআল্লাহ, আগামীতে আপনাদের ভালোবাসার সকল অধিকার পালন করতে সচেষ্ট হব। আপনাদের অনুগত থাকব। আপনারা আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আমরা আপনাদের সেবক ও অনুসারী। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে আপনাদের সঙ্গে রাখুন। আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করুন। আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত ও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধিভূত।

বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের কাছে অনুরোধ

আমি বাংলাদেশের স্থানীয় উলামায়ে কেরামকে অনুরোধ করব, এই মানুষগুলো আপনাদেরই জনগণ। আপনারা বছরের পর বছর তাদের ওপর, তাদের সন্তানদের ওপর মেহনত করেছেন। তাদের উত্তরসূরিদের কাছে ইলমে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। দ্বীনের হিফাযতের স্বার্থে অজস্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনারা তাঁদের ইমামতি, বিয়ে, জানাযা ইত্যকার দ্বীনি প্রয়োজনগুলো আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

সন্দেহ নেই, তারা অনেক বড় ভুল করেছে। কিন্তু এখন তারা নিজ কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত। তাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে সুপারিশ করছি যে, তারা যখন সৎনিয়তে তাওবা করছে, এবং আপনাদের অন্তরও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা আদতেই নিজ কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত, কাজেই তাদের ক্ষমা করে দিন। তাদেরকে আপন করে নিন। নয়তো তাদের দ্বীন-দুনিয়া, সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

অবাধ্য ছেলে যদি বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করে আর এরপর অনুতপ্ত হয়ে, ফিরে এসে ক্ষমা চায়, আগামীতে অনুগত থাকার অঙ্গীকার করে তখন অবশ্যই পিতার মন নরম হয়ে যায়। দু' চোখ থেকে অশ্রু বইতে শুরু করে। স্নেহশীল পিতা তখন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নেয়। উলামায়ে কেরাম তো নবিদের ওয়ারিস ও স্থলাভিষিক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন—

'আমি তোমাদের জন্যে, সন্তানের জন্যে স্নেহশীল পিতার মতো।' [মিশকাত শরিফ, পৃষ্ঠা : ৮]

উলামায়ে কেরাম সাধারণ মুসলমানদের বাবাতুল্য। যদি জনগণ অনুতপ্ত হয়ে, নিজেদের অবাধ্যতা, জুলুম ও অপরাধের কথা স্বীকার করে, আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আপনারা তাদের ক্ষমা করে দিন। পূর্বের মতো তাদের সঙ্গে স্নেহ, মায়া ও সমব্যাথিতার আচরণ করুন। ইনশাআল্লাহ, আগামীতে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের অনুগত সেবক হয়ে থাকবে। আপনাদের মেনে চলবে। আপনাদের নির্দেশনার ওপর আমল করবে। আল্লাহ চাহেন তো, তারা আগামীতে এ ধরনের ভুল আর করবে না।

বাংলাদেশের প্রশাসনের কাছে অনুরোধ

আমরা বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, তারা সেখানকার শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে দ্বীন ও তাঁদের অনুগত তাবলীগি সাথীদের সঙ্গে তাবলীগের একটি অংশের চলমান বিভাজন দূর করতে এবং উভয়পক্ষকে সত্যের ওপর একতাবদ্ধ করতে সম্ভাব্য সবধরনের পদক্ষেপ নেবেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটাকে তারা তাদের দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে যত দ্রুত সম্ভব মিলমিশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। প্রশাসন নিশ্চয়ই সেখানকার উলামায়ে কেরামের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জীবন, দ্বীনি খিদমত, সামাজিক মর্যাদা আপনাদের সামনে স্পষ্ট। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সম্মান জানিয়ে, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি কর্মপদ্ধতি তৈরি করবেন এবং সেই কর্মপদ্ধতির ওপর উভয়পক্ষকে মিলিয়ে দেবেন। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে রোযা, নামায ও হজ-উমরা থেকেও বড় আমল বিবেচিত হবে। উলামা-মাশায়েখদের দ্বীনি খিদমত থেকে আপনাদের জনগণ যেন বঞ্চিত না হয়, তাদের পরস্পরের মাঝে যেন সম্প্রীতি ও সদ্ভাব থাকে, সেই চেষ্টা আপনাদেরকেই ব্যয় করতে হবে।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

"ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال قلنا بلى، قال : إصلاح ذات البين"
(مشكوة المصابيح، ص : ٤٢٨)

'আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলব, যা মর্যাদা ও সাওয়াবের দৃষ্টিকোণ থেকে নামায, রোযা ও সদকা থেকেও অতিউত্তম? সাহাবায়ে কেরাম রাদি. উত্তরে বললেন, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবিজি তখন বলেন, মানুষের পারস্পরিক বিভাজন দূর করে মিলমিশ করানো।' [মিশকাত শরিফ, পৃষ্ঠা : ৪২৮]

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রাশাসনিক নিয়ন্ত্রণশক্তি দিয়েছেন। এটা আপনাদের ওপর আল্লাহর নিআমত। এই নিআমতের সদ্ব্যবহার করে আপনারা নিজ তত্ত্বাবধানে, নিজেদের শক্তি ও

যোগ্যতা প্রয়োগ করে দু' পক্ষের মাঝে মিলমিশ সৃষ্টি করে আখেরাতের মহাসাওয়াব অর্জন করে নিন। ইনশাআল্লাহ,এই পদক্ষেপ দুনিয়াতেও রাজনৈতিক ও প্রাশাসনিক, উভয় ক্ষেত্রে আপনাদের জন্যে সার্বিক উপকারী প্রমাণিত হবে।

নিঃসন্দেহে তাবলীগ জামাতের মেহনত একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি মেহনত। এই মেহনতের বরকতে সারা পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মুসলমানের পরস্পরে ঐক্য ও সম্প্রীতির পথ মসৃণ হচ্ছে। কাজেই এই মেহনতের পথ রোধ না করে, প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিশোধন সম্পন্ন করে অধিকতর উপকারী বানানোর চেষ্টা করুন, যেন পুরো দেশে এই মেহনতের বদৌলতে শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরস্পরে ঐক্য ও সম্প্রীতির পথ উন্মুক্ত হয়। যেন ছোট তার বড়কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। জনগণ যেন উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাঁদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য করে। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদেরকে সবসময় নিরাপদ রাখুন এবং সার্বিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সফলতা দান করেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকাহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ
২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরি